37

তারিখ ... 28 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

শিক্ষক আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব

আড়াইহাজার রামগড় নাঙ্গলকোট ও নলছিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার, খাগড়াছড়ির রামগড়, কুমিল্লার নাঙ্গলকোট, ঝালকাঠির নলছিটিসহ দেশের অনেক জেলাসদরসহ থানা এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ কারণে ভেঙ্গে যেতে বসেছে। প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষক, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণের অভাব, কতিপয় শিক্ষকের গাফিলতি, শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণ না করা, কর্মকর্তাদের হেয়ালিপনা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) : থানার বেশিরভাগ স্কুলগুলোতে শিক্ষক, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আড়াইহাজারে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইতোমধ্যে হতাশাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। থানার হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আড়াইহাজারে মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৫টি, রেজিস্টার স্কুল ৭টি ও বেসরকারী ৪টি। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ৪৫ হাজার ছাত্রছাত্রী হবে বলে বেসরকারী জরিপে জানা গেছে। এর মধ্যে প্রায় ৮ হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুলে যায় না। আর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রায় ১০ হাজার ছেলেমেয়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র, ভূমিহীন পরিবারের সদস্য। অভাবের তাড়নায় অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে লাগিয়ে উপার্জনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদ খালি ১৭টি আর প্রধান শিক্ষকের ৫টি। থানার অনেক বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষক রয়েছে। অথচ আড়াইহাজার সদর এলাকার স্কুলগুলোতে ৭/৮ জন করে শিক্ষক রয়েছেন বলে জানা গেছে। শিক্ষকের এই অপ্রতুলতার কারণে গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জানা গেছে, এ সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক সংখ্যা কম হওয়ার পিছনে স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের অনিয়মেই এরূপ হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আর অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে গ্রাম এলাকায় স্থানীয় শিক্ষকগণ ছাড়া অন্য শিক্ষক যেতে চান না। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এর সমর্থন যোগায়। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। জরাজীর্ণ ভবন, আসবাবপত্র, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড ও শিক্ষা উপকরণের অভাব। আর অধিকাংশ স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে নলকূপগুলো সংস্কারের অভাবে পানি উঠছে না। শৌচাগার নেই, খেলার মাঠ নেই বললেই চলে। আড়াইহাজার থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এসব সমস্যা সমাধানে জরুরী পদক্ষেপ না নিলে বর্তমান সরকারের "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

রামগড় (খাগড়াছড়ি) : শিক্ষক স্বল্পতা, স্কুলগৃহের জীর্ণদশা, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও শ্রেণীকক্ষের অভাব, স্কুল পরিদর্শনের অভাব এবং কতিপয় শিক্ষকের কর্তব্য কাজে গাফিলতির কারণে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন বৃহত্তর মাটিরাঙ্গা থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, মাটিরাঙ্গা থানায় ৬০টি সরকারীসহ ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১১ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করে। থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য ১৯৭টি প্রধান ও সহকারী শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে ১৩৮ শিক্ষক দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ১৪ জন উপজাতীয় শিক্ষক ভারতের আশ্রয় শিবিরে শরণার্থী হিসাবে জীবনযাপন করছেন এবং ৪৫টি পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। এর মধ্যে ১০টি পদ রয়েছে প্রধান শিক্ষকের। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাচ্ছে না। থানায় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয় আছে যেগুলোর প্রত্যেকটির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দুই থেকে তিন শতাধিক। অথচ সেখানে রয়েছেন মাত্র ১ অথবা ২ জন করে শিক্ষক। শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি শূন্য রয়েছে ১২ বছর ধরে। সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার ২টি পদও শূন্য রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদটি পূরণে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তা না থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস্টার ট্রেনিং, স্কুল পরিদর্শন বা তদারকি কাজ হচ্ছে না। এতে পল্লী এলাকার বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো স্কুলে আসা, পাঠদান, ছুটিদান, স্কুল বন্ধ রাখা ইত্যাদি করছেন। শিক্ষক সঙ্কট ছাড়াও বিদ্যালয়গুলোতে বিরাজ করছে নানাবিধ সমস্যা। থানার প্রায় অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহগুলো সংস্কারবিহীন জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় থাকলেও ধনীরামপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গবুলপাড়া, অভ্যা, ধনীরাম কার্বারীপাড়া, দেওয়ানপাড়া, হরিধনমগপাড়া, বিভূতি তালুকদারপাড়া, বিরাশিটিলা ও মাকুম তৈছা এই ৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বর্ষা মৌসুমে পানি ওঠায় বিদ্যালয়গুলো বন্ধ রাখতে হয়। গ্রীষ্মের প্রখর রোদেও শিক্ষাদান করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। থানার প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে মেঝেতে বা বারান্দায় বসে ক্লাস করতে হয়। এছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত চক, ডাস্টার, ব্লাকবোর্ডসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের সঙ্কট বিরাজ করে প্রায় সর্বদা। বিভিন্ন কারণে থানার হরিধন ও বিলাইস্যাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। এসব কারণে থানার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম।

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) : নাঙ্গলকোট থানার ২০টি গ্রামের মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে সবার জন্য শিক্ষা ও নারী শিক্ষার উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য অভিভাবকদের যথেষ্ট ইচ্ছা থাকার পরও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে এ গ্রামগুলোর মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। গ্রামগুলোর দু'মাইলের মধ্যে কোন বিদ্যালয় নেই। তাছাড়া দূরে অবস্থিত স্কুলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় স্বাভাবিক কারণে মেয়েরা স্কুলে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে না। শিশুকল্যাণ সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, নাঙ্গলকোটে ২২টি গ্রামের জন্য মাত্র একটি হাইস্কুল এবং ৪টি গ্রামের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যা থানার মোট জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম। এছাড়া গোটা নাঙ্গলকোট থানায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪টি। ফলে নারী শিক্ষার চিত্র সহজেই অনুমেয়।

যে সকল গ্রামের মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না সে গ্রামগুলো হচ্ছে পুটিজলা, চরজামুবাইল, করাকোট, বাকীহাটি, পরকরা, পৌঁছির, গাজেরপাড়, খেরী, বাগরা, বেলঘর, চারিতুপা, ভবানীপুর, ঘোড়া ময়দান, নাটাছো, শ্রীহাস্য, গোহারুয়া, শংকরপুর, নিশ্চিন্তপুর, গোরকমুড়া ও মেরকট।

নলছিটি (ঝালকাঠি) : জেলার নলছিটি থানার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে সরকারের মহৎ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে থানাবাসীর জন্য নেমে আসবে নিরক্ষরতার অভিশাপ। তাই সকল প্রকার প্রতিকূলতা দূর করে সরকারী উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোর হওয়া দরকার।

প্রায় দু'লক্ষাধিক জন অধ্যুষিত নলছিটি থানার মোট ১০টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সরকারী ১১৭টি, বেসরকারী ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা বিভাগের জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৩২ হাজার ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। শিক্ষক সংখ্যা ৫০৩ জন। দারিদ্র্যতা, শিক্ষক সঙ্কট, শিক্ষকদের ফাঁকিবাজি, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা, শিক্ষিত বেকার সমস্যা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষকদের অসম বন্টন ইত্যাদির কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে।